মরণপণ সংগ্রামও দৈব সাহায্যপুষ্ট গ্রীসের সঙ্গে ট্রোজানের সংগ্রামের মত। প্রিয়ামোসের পত্নী পুত্রপ্রসবকালে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার জ্যেষ্ঠপুত্র থেকেই ট্রয় ভস্মসাৎ হবে। পুত্রকে নির্বাসন দিয়ে রাজা সেই ভবিষ্যৎ অমঙ্গল নিরাকৃত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের বিচিত্র ছলনা জালে তা শেষপর্যন্ত সম্ভব হয় নি। স্বপ্ন ইঙ্গিতই সত্য হয়েছে। রাবনের জীবনেও এইরূপ দেব-দৈত্য-নর অচিন্তিত এক দুর্জ্ঞেয় বিধিবলে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং তার সমস্ত কর্মপ্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষা এই নিয়তির দ্বারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হেলেন হরণের অপরাধে ট্রয়ের সর্বনাশের মত সীতাহরণের অপরাধে রাবণ ও লঙ্কার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিয়েছে। ট্রয় যুদ্ধে হেক্টরই ট্রয়ের প্রধান সেনাপতি। 'মেঘনাদবধ' কাব্যেও ইন্দ্রজিৎ প্রধান সেনাপতি এবং 'ইলিয়াডে'র অনুবাদে মধুসূদন তার নাম দিয়েছিলেন 'হেক্টরবধ'- 'মেঘনাদবধ' কাব্য নামের সঙ্গে এর সাদৃশ্য প্রমাণাতীত। কবি রামায়ণের গল্পকাহিনীর ~~মধ্যে~~ সাদৃশ্যে যে কাহিনীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তার সর্বাঙ্গে গ্রীক পুরাণের গোলাপ নির্যাস ~~ছিটি~~ ছিটিয়ে দিয়েছেন। এক একটি চরিত্রে, কাব্যে ভাষায়, কোথাও উপমা উৎপ্রেক্ষা বিন্যাসে এমনকি সর্গের গঠন পরিকল্পনাতেও গ্রীক কাব্যের অনুসরণে কবি যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এরই পাশাপাশি মিল্টনের কাব্য প্রবর্তিত ব্ল্যাঙ্ক ভার্স মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের মুখ্য প্রেরণা — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রতিটি সর্গ ধরে খুব সংক্ষেপে পাশ্চাত্য প্রভাবকে তুলে ধরা যেতে পারে —

প্রথম সর্গ:

১. কাব্যারম্ভে — 'কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী' যে ভাবে দেববন্দনা করা হয়েছে তা ইলিয়াডের সূচনা অংশকে মনে করিয়ে দেয়।

2. যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি উপমা 'সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বে বায়ুসহ নির্ঘোষে' — গ্রীক পুরাণের সমুদ্র এবং বায়ুর চিরন্তন সংঘর্ষের যে কাহিনী আছে তার দ্বারা প্রভাবিত।

Scanned with CamScanner